# তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই
# ২০১৯-২০২৪

## উপজেলা পরিষদ

### চকরিয়া, কক্সবাজার।

# তথ্য,পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই
# ২০১৯-২০২৪
## উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া

**উপদেষ্টাঃ**

জনাব জাফর আলম বিএ(অনার্স)এমএ
জাতীয় সংসদ সদস্য
২৯৪, কক্সবাজার-১
চকরিয়া-পেকুয়া নির্বাচনী এলাকা।

**সার্বিক সহযোগিতায়ঃ**

জনাব ফজলুল করিম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চকরিয়া, কক্সবাজার।


**গ্রন্থস্বত্ব ঃ**

উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া, কক্সবাজার।


**সম্পাদনা ঃ**

নূরুদ্দীন মুহাম্মদ শিবলী নোমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চকরিয়া, কক্সবাজার।


**প্রকাশকাল ঃ** জুন ২০১৯ খ্রিঃ

# <u>বাণী</u>

চকরিয়া উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০২৪ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ পরিকল্পনা বইয়ে চকরিয়া উপজেলার উন্নয়নের ভিশন ও মিশন বিস্তারিতভাবে বিধৃত হবে হলেই আমার বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬ সনে দায়িত্ব গ্রহণের পর উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ১৯৯৮ সনে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করে। ২০০১ সনে বিএপি সরকার আবার ক্ষমতা গ্রহণের পর উপজেলা পরিষদ আইনটি অকার্যকর করে রাখে। ফলে জনগণ উপজেলা পরিষদের সুফল লাভে বঞ্চিত হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণের পর জনকল্যাণ ও সুশাসন নিশ্চিতকল্পে কাল বিলম্ব না করে উপজেলা পরিষদ বিধিমালা-২০১০ (আর্থিক কর্তব্য ও সুবিধা) প্রণয়ন করেন। এসব আইন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালনের মাধ্যমে জনগনের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চকরিয়া উপজেলা পরিষদ অন্যদের অনুসরনীয় হয়ে উঠবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি চকরিয়া উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০২৪ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। একইসাথে আমি চকরিয়া উপজেলা পরিষদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

জাফর আলম বিএ(অনার্স)এমএ
জাতীয় সংসদ সদস্য
২৯৪-কক্সবাজার-০১
চকরিয়া-পেকুয়া নির্বাচনী এলাকা।

# বাণী

স্বাধীনতার মহানায়ক, বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি, বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত চকরিয়া উপজেলা। চকরিয়া উপজেলা ১৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। ছোট-বড় বহু নদী, খাল-বিল, পুকুর, পাহাড়-টিলা, ধান-পাট, ফল-ফলাদি, সবজী ও মৎস্য উৎপাদনে সমৃদ্ধ ধনী-গরিব সকল শ্রেণীর মেহনতী মানুষের চাহিদা ও অভাব-অভিযোগগুলো মাথায় রেখে শিক্ষা, কৃষি ও দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রধিকার দিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা গভর্ন্যানস প্রজেক্ট (ইউজেডজিপি) এর সহায়তায় ও এর নীতিমালা অনুসরণ করে চকরিয়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ২০১৯-২০২০খ্রিঃ হতে ২০২৩-২০২৪খ্রিঃ অর্থ বছরের তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে রূপায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের জন্য নানামুখী প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা, সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ এবং সৎ, সুশিক্ষিত জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন সম্ভব। এ বিষয়টি মাথায় রেখে চকরিয়া উপজেলা পরিষদের তথ্য, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যাতে উপজেলা পরিষদে সুশাসন প্রতিষ্ঠা,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন সম্ভব হয়। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চকরিয়া উপজেলা পরিষদকে আরও অধিক কার্যকর গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে এবং এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রনয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকল জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি সহ যারা নিরলস ভাবে প্ররিশ্রম করে একটি সুন্দর বই উপহার দিয়েছে তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(ফজলুল করিম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চকরিয়া, কক্সবাজার।

# বাণী

উপজেলা  পরিষদের সঠিক কর্মপরিকল্পনা, সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়ন কেবল সৎ, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব। আর এ কথা মাথায় রেখেই স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট( ইউজেডজিপি) এর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ আইন ও  উপজেলা পরিষদ  গভর্ন্যান্স প্রকল্প  নীতিমালা অনুসরণ করে  চকরিয়া উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০২০খ্রিঃ হতে ২০২৩-২০২৪খ্রি. অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই উপজেলা পরিষদে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ উপজেলা পরিষদকে আরো অধিক শক্তিশালী ও কার্যকর করবে। সেই সাথে গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে উপজেলাবাসী উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট  সকলের প্রতি রইল  আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

(মকছুদুল হক চুট্টু)
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চকরিয়া, কক্সবাজার।

# বাণী

বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের এ দরিদ্র কিন্তু উন্নয়নশীল দেশটিতেও মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। আবহমান কাল ধরে একটি ধারণা চলে আসছে নারী অবলা, নারী দুর্বল, নারী শক্তিহীন। আর এ সকল নেতিবাচক ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নারীর দুর্বল হাতকে কর্মের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা, জননেত্রী মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান করে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমানভাবে এ বিশাল মানব সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য নানা যুগান্তকারী প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। এরই অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি। যা উপজেলা পরিষদের মত গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

উপজেলা পরিষদের এ সকল দু:সাধ্য প্রয়াস বাস্তবায়নের জন্য সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। এ উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্যই চকরিয়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ২০১৯-২০২০খ্রিঃ হতে ২০২৩-২০২৪খ্রিঃ অর্থ বছরের তথ্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যাতে সঠিক তথ্য আদান-প্রদান ও কর্ম সম্পাদনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদকে গড়ে তোলা যায়।

এ উপজেলার জনগণকে সাথে নিয়ে সকল পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী একত্রিত হয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করলে একদিন আমরা সফল হবই এবং আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের জন প্রতিনিধি, উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসন সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রকাশ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চকরিয়া উপজেলার প্রতিটি মানুষের কল্যাণে অবদান রাখবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

*‡Rmwgb nK*
(জেসমিন হক জেসি)
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চকরিয়া, কক্সবাজার।

# মুখবন্ধ

চকরিয়ার নামকরণ সম্পর্কে একাধিক জনশ্রুতি ও মতান্তর রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, চক্রবাঁক (চারটি বাঁক) থেকে চকরিয়া নামের উৎপত্তি। প্রসঙ্গত চকরিয়ার মানিকপুর গ্রামের পূর্বাংশ থেকে পশ্চিম দিকে মাতামুহুরি নদীর এই বাঁক চারটি ছিল। বাঁকচতুষ্টয় জনসাধারণ্যে চক্রবাঁক নামে পরিচিত থাকায় এ চারটি বাঁকের সংক্ষেপিত ‘চক্রবাঁক’ শব্দ থেকে চকরিয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আবার অনেকে মনে করেন, সুলতানদের রাজত্বকালে শাসনকর্তা খোদা বখ্‌শ কর্তৃক তার প্রথম পদার্পিত চাকরোয়া (বর্তমান কাকারা) গ্রামের নাম অনুসারে পুরো এলাকাটির নাম চকরিয়া হয়েছে। কারো কারো মতে, চকরিয়ার আকাশে চকোরী নামের পাখি দিয়ে আকাশকে ভরে রাখত বলে সেই পাখির নাম অনুসারে চকরিয়া হয়েছে। তবে রাজমালা গ্রন্থে কথিত ‘চাকরোয়া’ যে গ্রাম ছিল এতে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। এ থেকেই চকরিয়া নামকরণ হয়েছে বলা চলে। অর্থাৎ চকরিয়ার নামের সবচেয়ে গ্রণযোগ্য এবং প্রাচীনতম মত হচ্ছে চাকরোয়া। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে এ নামের উৎপত্তি হয়েছে। চকরিয়া উপজেলার বর্তমান কাকারা ইউনিয়নটিতে এককালে ‘চাক’রা (একটি উপজাতি) বসবাস করত। শুধু কাকারা কেন, বর্তমান চকরিয়া এলাকার সবখানে উক্ত ‘চাক’ নামীয় উপজাতির প্রাধান্য ছিল। চাক নামে চকরিয়া পার্শ্ববর্তী বান্দরবান পার্বত্য এলাকায় একটি উপজাতি আছে।

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফ্রান্সিস বুকানন নামের এক কর্মচারী বর্তমান চকরিয়া অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেন, এই এলাকায় ‘চাক’ জনগোষ্ঠীর প্রচুর সংখ্যক লোক বসবাস করত। ‘চাক’ জনগোষ্ঠীর বসবাসকৃত এলাকাটি চাকরোয়া নামে পরিচিতি পায়। ‘রোয়া’ শব্দের অর্থ গ্রাম। পার্বত্য এলাকার উপজাতিরা এখনো ‘রোয়া’ এবং গ্রামপ্রধানকে ‘রোয়াজা’ বলে থাকে। চাকরোয়া অর্থ ‘চাকদের গ্রাম’। এই চাকদের গ্রাম থেকে চকরিয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করে থাকেন এলাকার প্রবীণ-সমাজ। ত্রিপুরা রাজাদের রাজকীয় ইতিহাস রাজমালা গ্রন্থে ‘ছাকারোয়া’ নামে একটি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে উক্ত গ্রামটিই বর্তমান চকরিয়া।

অন্যদিকে জ্যোআ দ্য বারোস তাঁর আঁকা মানচিত্রে আলোচ্য অঞ্চলটিকে ‘চোকুরিয়া’ নামে উল্লেখ করেছেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাবরেজিস্ট্রি অফিসের দলিল-দস্তাবেজে এলাকাটির নাম ‘চকরিআ’ মর্মে উল্লেখ আছে।

বাংলাদেশের সংসদীয় আসনের ২৯৪-কক্সবাজার-১ এর দুটি উপজেলা চকরিয়া-কক্সবাজার নির্বাচনী এলাকার এ উপজেলা চকরিয়ার উত্তরে বাঁশখালির ছনুয়া, দক্ষিণে ফুলছড়ি, পূর্বে লামা এবং পশ্চিমে মহেশখালি ও কুতুবদিয়া প্রণালীর অনন্ত প্রবাহ। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে চকরিয়া উপজেলার উত্তরে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া, উত্তর-পশ্চিমে বাঁশখালি, দক্ষিণে রামু ও সদর-উপজেলা, পশ্চিমে মহেশখালি ও কুতুবদিয়া চ্যানেল এবং পূর্বে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলা অবস্থিত।

এ উপজেলাসহ চতুর্দিকের গ্রামগঞ্জের জনগণের রাজধানীসহ দেশের বিভিন্নস্থানে যাতায়াতের জন্য সড়ক পথের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রতিদিন উপজেলা তথা পৌর সদরে হাজার হাজার লোক সমাগমের কারণে এখানে জম-জমাট ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন পরিবহন ব্যবসা, নদী-পুকুরে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগীর খামার ও বিভিন্ন প্রকার ফল-মূল, শাক-সবজী আর ধান-পাটের চাষাবাদ এ এলাকার মানুষের প্রধান আয়ের উৎস বিধায় চুর-ডাকাতি-ছিনতাই-আপহরণের মত খারাপ কাজ এ উপজেলায় নেই বললেই চলে।

তৃণমূল পর্যায় থেকে জনসাধারণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন প্রণয়নের গুরুত্ব অনেক। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহ করা হলে জনগণের জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী, কার্যকর, গণতান্ত্রিক স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য চকরিয়া উপজেলার পক্ষ হতে ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরের জন্য একটি তথ্য পরিকল্পনা ও বাজেট বই তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চকরিয়া উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০২৪ আর্থিক সালের তথ্য পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লবণ ও চিংড়ি রপ্তানির কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও অত্যন্ত স্বল্প আয়তনের জনপদের নানাবিদ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সমাজের প্রতিটি ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের চাহিদা ও আশা আকাঙ্খার কথা মাথায় রেখে উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন ও অধিকার কার্যক্রর করণের মাধ্যমে উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা উন্নতি সাধন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সমাজসেবা, দারিদ্র বিমোচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী, কার্যকর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার হিসেবে গড়ে তুলতে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রণীত ২০১৯-২০২৪ আর্থিক বছরের তথ্য পরিকল্পনা ও বাজেট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ জনস্বার্থে এর সফল প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

চকরিয়া উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০২৪ অর্থ বছরের তথ্য পরিকল্পনা ও বাজেটের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সকল কর্তৃপক্ষকে জনস্বার্থে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

এ প্রকাশনার সাথে জড়িত জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

(নূরুদ্দীন মুহাম্মদ শিবলী নোমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চকরিয়া, ককক্সবাজার।
ফোন : ০৩৪২২-৫৬০৫০